ভেনেজুয়েলা: মাদুরোর দিন "শেষ হতে চলেছে" আর "অভ্যুত্থান আসন্ন"

ফারুক চৌধুরী

হুগো শ্যাভেজ ভেনেজুয়েলায় এক নতুন যাত্রা শুরু করেছিলেন। দেশের গরীব মানুষেরা ছিলেন তাঁর পক্ষে, আর প্রবল বিরোধী ছিলো দেশের প্রতাপশালী ধনিকগোষ্ঠী আর সাম্রাজ্যবাদ। অনেক প্রতিকূলতা পার হয়ে তিনি অগ্রসর হলেও তাঁর অকাল মৃত্যু অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয় দেশকে। তাঁর পরে মাদুরো নির্বাচনে বিজয়ী হন, কিন্তু দ্রুতগতিতে তেলের দাম হ্রাস অর্থনীতির অনেক কর্মসূচিকে বিপর্যস্ত করে। ধনিকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রও ডালপালা ছড়ায়। বিশ্ব মিডিয়া কোমর বেঁধে তাদের পক্ষে লাগে। সংসদ নির্বাচনে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এই পরিপ্রেক্ষিত, সংকট, চক্রান্ত ও সতর্কতার নানাদিক পর্যালোচনায় এই প্রবন্ধ।

এ বিশ্ব ব্যবস্থার চরম শত্রু ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ব্যর্থ হলে এ বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য ভাল হতো। কিন্তু, মাদুরো ব্যর্থ হতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর হাতে এখনো সমুন্নত বলিভারীয় বিপ্লবের পতাকা। অথচ, এ বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য ভীষণ প্রয়োজন মাদুরোর ব্যর্থতা। তাই এ কাঙ্খিত ব্যর্থতার পথ সুগম করতে মূল ধারার তথ্য মাধ্যম মাদুরোর বিরুদ্ধে সব ধরনের প্রচারণা জোরদার করেছে। আর এ কারণেই মূল ধারার তথ্য মাধ্যমে জন্ম হয়েছে দুটি শিরোনাম: "মাদুরোর দিন শেষ হতে চলেছে" এবং "ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভ্যুত্থান আসন্ন।[১]

মূল ধারার তথ্য মাধ্যম চালিত প্রচারণায় একটু খেয়াল করলেই মাদুরোর "দিন শেষ"-ধরনের অনেক সংবাদ-শিরোনাম, সংবাদ, বিশ্লেষণ, "গভীর জ্ঞানগর্ভ" আলোচনা চোখে পড়বে। এসব হচ্ছে মূল ধারার তথ্য মাধ্যমের (মূধত) মস্তিষ্ক ও মতলবের প্রকাশ। তবে, ভেনেজুয়েলায় যে বাস্তবতা বিরাজমান, তা মূধত'কে এখনো হতাশ করছে এবং মূধত এখনো দাঁড়িয়ে আছে বোকার চেহারা নিয়ে।

দেশটিতে বিগত আইন সভা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশটি হয়ে উঠেছে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বে তপ্ত। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সম্পদশালীদের দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিরা দেশটির আইন সভাকে ভরপুর করে তুলেছে। তবে, আইন সভাকে বিপুলভাবে ভরে তুলে ডানপন্থীরা একটি বিষয় নিজেরাই প্রমাণ করেছে। তা হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণা মিথ্যা।

কি সে প্রচারণা? বিশ্ব প্রভুরা অবিরাম ঘ্যান ঘ্যান করে বলে চলেছে: ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র নেই; সেখানে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

অথচ, এখন, এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ডানপন্থীদের বিজয়ের পরে, মূধত-এর ভদ্র চেহারার ভদ্রলোকেরা যে কথাটি বলছেন না বা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন, তা হচ্ছে: ভেনেজুয়েলায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা মিথ্যা কথা বলেছিলাম; নির্বাচন প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক, কারণ আমাদের বন্ধুরা দেশটির আইন সভার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং এ বন্ধুরা ভেনেজুয়েলার জনগণের শুরু করা প্রক্রিয়া পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করছেন; সেই সাথে, আমাদের বন্ধুরা গণতান্ত্রিক হিসেবে প্রমাণিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করবেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন।

এ সব, অর্থাৎ, মূধত-এর দৃষ্টিতে স্বৈরতান্ত্রিক একটি সরকার গণতান্ত্রিক প্রমাণিত হলো, নিয়ে জেড সি ডুটকা লিখেছেন: "মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এই একই লোকগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মারফত সারা বিশ্বের লোকের কাছে চিৎকার করে বলছিল নিকোলাস মাদুরোর চাপিয়ে দেয়া সর্বাত্মকবাদী স্বৈরতন্ত্রের কথা।

"আর, তিনি, এই নিকোলাস মাদুরো, এক অদ্ভুত একনায়কই বটে। তিনি এমনই একনায়ক যে, নির্বাচনে হতবাক করে দেয়া পরাজয় মেনে নেন, আর এই নির্বাচনী পরাজয় মেনে নেয়ার সময় বলেন, 'আমরা শান্তি জয় করে নিয়েছি, আমরা সার্বভৌমত্ব জয় করে নিয়েছি। ... আজ জয় হয়েছে গণতন্ত্রের, আমাদের সংবিধানের।'

"বাস্তবে ভেনেজুয়েলার মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে ছিল ২০১৪ সালের সহিংসতা, যার নাম গুয়ারিমবা। সে সহিংসতায় ৪৩ জন মানুষ প্রাণ হারান, সশস্ত্র লোকেরা পথে পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সেগুলো পাহারা দিতে থাকে, আর, এর ফলে একের পর এক গোটা নগরী স্থবির হয়ে পড়ে।

"নির্বাচনী ফল প্রকাশের পরপরই রাজধানী কারাকাসের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসিন্দারা জানান, খাবারের দোকানগুলোতে খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ শুরু হয়েছে।

"নির্বাচনী ফল মেনে নিয়ে দেয়া বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট মাদুরো বলেন, 'বিরোধী দলের বিজয় নয়, এ নির্বাচনী ফল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে প্রতিবিপ্লবের বিজয় দিয়ে।... বর্বর পুঁজিবাদের রাজনীতি এই চাহিদাটুকু তৈরি করেছিল।'

"বিরোধী দলীয় যে আইন সভা সদস্যরা জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে ৫ জানুয়ারি শপথ নেন, তাদের একজনও দেশটির নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধিতে স্বাক্ষর করেন নি। এ বিধিতে বলা হয়েছিল যে, তারা নির্বাচনী ফল মেনে নেবেন। এরাই গত ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হেনরিক কাপরিলেসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাদুরোর নির্বাচনী বিজয় মেনে নেন নি। অথচ, নির্বাচন কর্তৃপক্ষ সে ভোটাভুটির ফল নিরীক্ষা করেছে ১৭ বার, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও পর্যবেক্ষক সে ফলাফল সঠিক বলে অভিমত দিয়েছিলেন।" ("মির‍্যাকলস্ ডু হ্যাপেন: ভেনেজুয়েলা রিলেবেল্ড এ ডেমোক্র্যাসি ইন দি ওয়েক অব অপোজিশন উইন", ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৫)

বেশ কিছু পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক বাস্তবতা থেকে প্রাপ্ত এসব তথ্য এড়িয়ে যান। এ তথ্যগুলোই মূল ধারার পন্ডিত ও তথ্য মাধ্যম প্রচারিত মিথ্যার ঝাঁপি দেখিয়ে দেয়। এ দু পক্ষই, মূল ধারার পন্ডিত ও মূল ধারার তথ্য মাধ্যম হচ্ছে প্রচারণাকারী। মূল ধারা যে দ্বৈত মান অনুসরণ করে, যে তথ্যগুলো লুকিয়ে রাখে, এ প্রচারণাকারীরা সেটাই অনুসরণ করে। মূল ধারার কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে: অর্ধ-সত্য, বিকৃতভাবে বা বাঁকাভাবে তথ্য ও ঝাপসা ছবি পরিবেশন করা; এ ধারা এ কাজটি করে যখন মিথ্যা পুরোদমে চালিয়ে দেয়া বা বাজারজাত করা যায় না। তখনই

এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ডানপন্থীদের বিজয়ের পরে, মূধত-এর ভদ্র চেহারার ভদ্রলোকেরা যে কথাটি বলছেন না বা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন, তা হচ্ছে: ভেনেজুয়েলায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা মিথ্যা কথা বলেছিলাম

গুরুগম্ভীর চেহারা দিয়ে সস্তা মন্তব্য বিক্রি করা; ঘটনার মধ্যকার নানা মোচড়, দ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতাগুলো না দেখে ওপর-ওপর যা দেখা যায়, সেটা তুলে ধরার কাজটি করা হয়।[২] বিরোধী দলীয় আইন সভা সদস্যরা নির্বাচনী দল মেনে নেয়া সংক্রান্ত বিধিটি সই করেন নি। ডানপন্থী বিরোধী দল যে ১৭টি নিরীক্ষা সত্ত্বেও মাদুরোর নির্বাচনী ফল মেনে নেয় নি, এ সব তথ্য মূধত-এ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ, ভোটে জেতার পরে এরাই নির্বাচনী ফল মেনে জাঁকিয়ে বসে আইন সভায়। [কি? পাঠকের হাসি পাচ্ছে? পাঠক অবাক হচ্ছেন? সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বিবেচিত দেশগুলোতে এমন ঘটনার নজীর রয়েছে।[৩]

তবে এটাই হচ্ছে ভেনেজুয়েলায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় মূল ধারার "মর্যাদাসম্পন্ন" নির্লজ্জ চেহারা। পরিবেশন করা কোন মিথ্যার জন্য, বাজারজাত করা কোন বিকৃত তথ্যের জন্য এরা না-পায় লজ্জা, না-হয় বিব্রত। এরা "সৎ" ও "সাহসী" বটে![৪]

জনগণের পক্ষে থাকা সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর একাংশ মূল ধারার এ কৌশলে বশীভূত হয়ে যান। এই অংশটি আবর্জনা সরিয়ে তথ্য খুঁজে বের করার, নানা মোচড় ও ঘোরপ্যাঁচ দেখার শ্রম সাধ্য কাজটি করেন না। আর, এ ধরনের চর্চা জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত-সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে না। মূল ধারা যেহেতু মিথ্যা প্রচার বারংবার করতে থাকে, তাই, মূল ধারার মিথ্যাও বারংবার উন্মোচিত করা একটি কাজ, এবং তা করতে হবে। রাজনীতিতে মিথ্যাচার বুর্জোয়াদের একক দখলাধীন সম্পত্তি। তাই, জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত-সচেতন করে তোলার একটি কাজ হচ্ছে বুর্জোয়াদের মিথ্যাচারগুলোর আচ্ছাদন ছিঁড়ে ফেলে সেগুলোকে অনাবৃত, প্রকৃত চেহারায় দেখানো।

আর মূল ধারার "মর্যাদাবান" ভদ্রলোকদের নীরবতা বা তথ্য নিয়ে বুদ্ধিগত অসাড়তা তাদের কদর্য শ্রেণী চরিত্রই উন্মোচিত করে। ভেনেজুয়েলার ঘটনাবলী এ চরিত্র দেখিয়ে দেয়। এ ঘটনাবলী হচ্ছে:

১) নির্বাচনের গুণগত মান, এবং সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।[৫]

২) মূল ধারার ও তার তথ্য মাধ্যমের চরিত্র এবং এগুলো যে শ্রেনীস্বার্থ তুলে ধরে; এবং

৩) বর্তমান রাজনৈতিক সংগ্রামে সংশ্লিষ্টদের পরিচয় ও ধরন।

ভেনেজুয়েলার ঘটনাবলী সে দেশের বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করে। এ বাস্তবতা তপ্ত হয়ে রয়েছে নানা স্বার্থের সংঘাতে। আর, নানা স্বার্থের এ সংঘাত মিটতে দীর্ঘ সময় লাগে; দু এক মাস বা কয়েক বছরে তা মীমাংসিত হবে বলে আশা করাটা কেবলই ভ্রান্তি, এ ধরনের সংঘাত বুঝতে না পারারই ব্যর্থতা। [এমন ভ্রান্ত প্রত্যাশা অন্যান্য দেশের সমাজের ঘটনার ক্ষেত্রেও কেউ কেউ করে থাকেন।] সব সমাজই নানা দ্বন্দ্বে পূর্ণ। বহু দিনের পুরনো বা অগ্রসর বুর্জোয়া সমাজগুলোও নানা দ্বন্দ্বে দীর্ণ। [এর সেরা উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র] তাই, ভেনেজুয়েলায় নানা দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠা, নানা সংঘাত বেড়ে ওঠায় সে দেশের জনগণের পক্ষের বন্ধুদের লজ্জিত হওয়ার বা তা ব্যর্থতার পরিচায়ক বলে মনে করারও কোন কারণ নেই। সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠা হচ্ছে সে দেশের সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর মরিয়া অবস্থার প্রকাশ। এদের মরিয়া অবস্থা এদেরকে আক্রমণমুখী করে তুলেছে। সে সমাজে বিকাশমান ঘটনাবলী এদেরকে মরিয়া করে তুলছে।

ভেনেজুয়েলায় ডানপন্থীদের আর নানা দেশে তাদের শ্রেণী-ভাইদের ও একটি সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) ডানপন্থী জোট ডেমোক্র্যাটিক ইউনিটি রাউন্ডটেবল (ডানপন্থীদের এই দঙ্গল ইংরেজিতে রাউন্ডটেবল অব ডেমোক্র্যাটিক ইউনিটি বা এমইউডি নামেও অভিহিত হয়) এর আইন সভা সদস্যরা গত ৩রা মার্চ আইন সভার অধিবেশনে ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য অর্গানাইজেশন অব এমেরিকান স্টেটস বা আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার (ওএএস) কাছে আহ্বান জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন পত্র গ্রহণ করে।[৬] এ ডানপন্থীরা ওএএস মহাসচিবের কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ওএএস সনদের গণতান্ত্রিক ধারা হিসেবে অভিহিত ২০ নম্বর ধারাটি সক্রিয় করেন।

দেশের ভেতরে হস্তক্ষেপের জন্য দেশের ভেতর থেকে ডানপন্থীরা এ কাজটির আগে দেশের সুপ্রীম কোর্টের ১৩ জন বিচারককে অপসারণ করার চেষ্টা চালায়। সে চেষ্টা ভন্ডুল করে দেয় সুপ্রীম কোর্ট। এর আগে, সুপ্রীম কোর্ট দেশটির সংবিধান, যা বলিভারীয় সংবিধান হিসেবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও অভিহিত, সেটি অনুসারে আইন সভার এখতিয়ার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান সংক্রান্ত কক্ষের বিচারপতিরা পুনর্ব্যক্ত করেন যে, সরকারের ওপরে ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত সংস্থাগুলোর ওপরেই কেবল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েমের এখতিয়ার আইন সভার রয়েছে। এর বাইরে, বিচার বিভাগ, নির্বাচনী ও নাগরিকদের ক্ষমতা সহ অন্য সব জন-এখতিয়ারের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার আইন সভার নেই। আদালত আরো বলে: মনে হচ্ছে যে, আইন সভা নাগরিকদের নানা উদ্যোগের বিষয়ে সাড়া দিতে নিজ ভূমিকা পালনের পরিবর্তে রাজনৈতিক মতলব হাসিলে নির্বাহী ও বিচার বিভাগকে হেয় করার চেষ্টা করছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের বিধান ও ব্যবস্থা দেশটির সংবিধানে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ন্যায়পাল কর্তৃক নির্দিষ্ট হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট বিচারপতি "গুরুতর অপরাধ" করেছেন এবং তখন তা আইন সভায় দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হতে হবে।

(২) আইন সভার সাবেক সভাপতি ও ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অব ভেনেজুয়েলার (পিএসইউডি) বর্তমান আইন সভা সদস্য ডিওসডাডো কাবেলা অভিযোগ করেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে।[৭]

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৫ সালের মার্চ মাসে জারী করা নির্বাহী আদেশ গত ৩রা মার্চ আবার জারী করেছেন। এ নির্বাহী আদেশে ঘোষণা করা হয় যে, ভেনেজুয়েলা "যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতির প্রতি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ হুমকি"। এ নির্বাহী আদেশবলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারী করতে পারবে।[৮] আগের বছরে জারী করা নির্বাহী আদেশটি নতুন করে জারী করার পর তা এক বছর কার্যকর থাকবে। এ নির্বাহী আদেশ নতুন করে জারী করার ব্যাপারটি ওবামা এক পত্র মারফত যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস নেতাদের অবহিত করেন। এ চিঠিতে ওবামা দাবী করেন যে, নির্বাহী আদেশটি প্রথমবার জারী করার সময় যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থার "উন্নতি হয় নি"।

মূল ধারা যেহেতু মিথ্যা প্রচার বারংবার করতে থাকে, তাই, মূল ধারার মিথ্যাও বারংবার উন্মোচিত করা একটি কাজ, এবং তা করতে হবে।

তবে, এ নির্বাহী আদেশ ভেনেজুয়েলার ভেতরে ও ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। কমিউনিটি অব ল্যাটিন এমেরিকান এন্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস বা লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সংঘভুক্ত ৩৩টি দেশের সব দেশই যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে এবং পদক্ষেপটি বাতিলের দাবী জানায়। ইউনাইটেড ন্যাশন্স অব সাউথ এমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার জাতিসংঘও ওবামা জারীকৃত নির্বাহী আদেশটির কঠোর সমালোচনা করে।

উল্লেখ করা উত্তম যে, প্রথম দফা এ আদেশ জারী করা হলে ভেনেজুয়েলার লাখ-লাখ নাগরিক এক পত্রে সই করেন, যে পত্রে লেখা

ছিল যে, তাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হুমকি নয়।[৯] এ পত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আদেশটি বাতিলেরও দাবী জানানো হয়েছিল। এই বিপুল জন-প্রতিক্রিয়া দেখে ওবামা সে সময় এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি ভেনেজুয়েলা "হুমকি নয়"। সে ঘটনার পরে নতুন করে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করলো যুক্তরাষ্ট্র সরকার।

(৪) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল, সোনা খনি ও ইন্ধন উৎপাদনসহ প্রধান-প্রধান শিল্পগুলো, বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিট, পড়ে থাকা অব্যবহৃত যে জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করে বিভিন্ন বসতির কাছে হস্তান্তর করেছে, সেগুলো এবং বিভিন্ন সেবা ব্যক্তি পুঁজির কাছে খুলে দেয়ার "পবিত্র" ধান্দা নিয়ে আইন সভা দখল করে থাকা দেশের মধ্যকার হস্তক্ষেপকারীরা সম্প্রতি পাশ করেছে "ল ফর এক্টিভেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব ন্যাশনাল প্রোডাকশন" বা "জাতীয় উৎপাদন সক্রিয় ও জোরদার করার আইন" নামে এক বিল।

এই আইনটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশনগুলোতে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজির প্রবেশের পথও প্রশস্ত করেছে। এ আইন বলে রাষ্ট্রের ভর্তুকি দেয়া ডলার কাঁচামাল আমদানীকারকদের প্রদান করা হবে, আর এ আমদানীকারকদের মুনাফার সবটুকু রয়ে যাবে আমদানীকারদেরই হাতে; সেই সঙ্গে, এরা সরকার নিয়ন্ত্রিত ভোজ্যসামগ্রীর মূল্য নিজেদের ইচ্ছে মতো মোচড়াতে পারবে। এ সব ভোজ্যসামগ্রীর দাম সাধারণের কল্যাণে সরকার নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ ভোজ্যসামগ্রীগুলোর মধ্যে রয়েছে ময়দা, ভোজ্যতেল।

এ আইনটি নিয়ে আইন সভায় প্রথম দফা আলোচনা যখন চলছিল, সে সময় মাদুরো মন্তব্য করেন: ওরা সাধারণের হাত থেকে, আদিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। ... কাজটি পুরোপুরি বেআইনি, অনৈতিক ও সংবিধান-বিরোধী। তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ভেনেজুয়েলার লাখ-লাখ নাগরিক এক পত্রে সই করেন, যে পত্রে লেখা ছিল যে, তাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হুমকি নয়। ৯ এ পত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আদেশটি বাতিলেরও দাবী জানানো হয়েছিল। এই বিপুল জন-প্রতিক্রিয়া দেখে ওবামা সে সময় এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি ভেনেজুয়েলা "হুমকি নয়"। সে ঘটনার পরে নতুন করে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করলো যুক্তরাষ্ট্র সরকার।

(৫) বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীলদের আধিপত্যে থাকা আইন সভা গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি এমনেস্টি এন্ড ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন ল বা ক্ষমা ও জাতীয় পুনর্মিলন আইন নামে বিলটি প্রথমবারের মত পাশ করে। এটি আইন হিসেবে অনুমোদন পেলে অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তি-পরিবহণ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা-জনসেবা কাজগুলোর ক্ষতি সাধন, সড়ক ধ্বংস, সহিংসতা, ঘৃণা-বিদ্বেষে উস্কানি প্রদানের অপরাধে দন্ডিতরা জেলখানা থেকে মুক্তি পাবে বা তারা এ সব অপরাধের জন্য মার্জনা পাবে। এছাড়া, দুর্নীতি ও তহবিল তছরুপের দায়ে দন্ডিতরাও জেলখানা থেকে ছাড়া পাবে। শ্যাভেজ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মতলবে ২০০২ সালে তেল ধর্মঘটে ভূমিকা পালন করেছিল যে তেল-বাবুরা বা তেল খাতের আমলারা, তাদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছিল। এরাও কৃত অপরাধের মার্জনা পাবে উক্ত আইনের আওতায়।

অগ্নিসংযোগ, জনসম্পত্তি ধ্বংস, ইত্যাদি দুষ্কর্মের সাথে জড়িত অপরাধীরা মাদুরো সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নানা সড়কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। সেটা ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। এ সব অপরাধমূলক কাজে সে সময় ৪৩ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এদের অধিকাংশই ছিলেন নিরীহ পথচারী। এ সব সহিংসতা পরিচালনা ও মদদ দেয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য, পানীয়, পরিবহণ, যোগাযোগের জন্য ওয়াকিটকি এবং অস্ত্রের ব্যবস্থা করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসররা। এ উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থ যোগানো হয়। এ কাজগুলো হচ্ছে সন্ত্রাস। এ প্রসঙ্গে র‍্যাচেল বুথরয়েড রোয়াস "ফ্রম ভায়োলেন্ট ব্যারিকেডস ইন টু থাউজেন্ড ফর্টিন টু অফিসিয়াল রাইট-উইং: ভেনেজুয়েলাজ অপোজিশন" শীর্ষক রিপোর্টে লেখেন: [সে তৎপরতাকালে] "একেকটি গোটা বসত এলাকা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়, সে সব বসতের বাসিন্দাদেরকে খাদ্য, পরিবহণ, জ্বালানি, এমনকি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হয়। অনেক ভবনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আগুন ধরিয়ে দেয়ার সময় ভবনগুলোতে লোকজন ছিলেন। এ সব সহিংসতায় শত-শত মানুষ আহত হন।" (টেলেসার, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)

ভেনেজুয়েলায় নির্বাচিত সরকার তথা, ব্যাপকতর অর্থে, নাগরিকদের ওপর প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভিন্ন সময়ে যত সহিংস হামলা, সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সব চেয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলে যে আক্রমণগুলো, সে সবেরই একটি ছিল ২০১৪ সালের এই হামলা। এটা ছিল সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত একটি সহিংস হামলা। একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বুঝতে পারা যাবে এ আক্রমণ কতটা সহিংস ছিল। ঘটনাটি হচ্ছে: একটি ভবনে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এ ভবনে ছিল একটি নার্সারি। ভবনটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার সময় সে নার্সারিতে থাকা ৯৩টি শিশু আটকা পড়ে যায়। এ সব সহিংস তৎপরতায় অংশ নেয়া এক ব্যক্তি পরবর্তীকালে জানায়: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন গ্রুপ সংগঠিত করা হয়। এসব গ্রুপকে আবার সাব-গ্রুপে ভাগ করা হয়। তথ্য ছড়িয়ে দেয়া, ছবি ছড়িয়ে দেয়া, ছবি ছাপানো, এসব কাজের জন্য নানা লোক ছিল। বিভিন্ন রুটের পরিকল্পনার জন্য ছিল লোক। নিরাপত্তার জন্য ছিল লোক। একেবারে ভেতরে ছিল সন্ত্রাস চালানোর জন্য বিভিন্ন গ্রুপ। ছাত্রদের নিয়ে এই গ্রুপগুলো তৈরি করা হয় নি। ইন্টারনেট যোগাযোগ, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ, গোপন সভা অনুষ্ঠান ও পুলিশের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার জায়গা, এসব নিয়ে জালের মতো একটি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। এই অপরাধী কাজে যুক্ত অনেককে দৈনিক ছ শ বলিভার (ভেনেজুয়েলার মুদ্রা) দেয়া হতো। এদের অনেকে এসেছিল সে দেশের পোড় খাওয়া সুসংগঠিত ডানপন্থী ছাত্র সংগঠন থেকে। এদের মধ্যে অত্যন্ত সহিংস তৎপরতা যারা চালাতো, তাদের ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ। (ঐ) [এ সব ঘটনার সাথে কি পাঠক অন্য কোনো কোনো দেশের কিছু ঘটনার সাযুজ্য খুঁজে পান? ভেনেজুয়েলার এ সব ঘটনা কি মূল ধারার তথ্য মাধ্যম পরিবেশন করে? কি জবাব দেবে মৃধত-এর মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে ভঙ্গি করা অংশটি, যে অংশটি গণতন্ত্রের প্রহরীর ভঙ্গী করে, অথচ তাদের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে গণতন্ত্রের নামে ষড়যন্ত্রকারীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়? বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী বিবেক ও আইনশাস্ত্র কি ভেনেজুয়েলায় তাদের বেতনভোগী ঠগদের কাজগুলোর সাথে তুলনা করবে যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন অঙ্গরাজ্যে সরকারি সম্পত্তি কয়েক সশস্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক দখলের ঘটনা ও তা মোকাবেলায় সে দেশের সরকার গৃহীত ব্যবস্থার? অথবা তুলনা করবে কি যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে-নগরে বলপ্রয়োগ করে অহিংস অকুপাই আন্দোলনের অবস্থান গুঁড়িয়ে দেয়ার?]

প্রায় ৪০টি মানবাধিকার সংগঠন প্রস্তাবিত আইনটির বিরোধিতা করেছে। এ সব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বিগত সহিংসতার শিকার ব্যক্তিবর্গের সংগঠন এবং পূর্বের সামরিক অভ্যুত্থানের শিকার ব্যক্তিবর্গের সংগঠন। এ সংগঠনগুলো বলছে: প্রস্তাবিত আইনটি দেশের সংবিধানের

লংঘন। এ আইনটি প্রত্যাখানের কথা বলেছে এ সব সংগঠন।

(৬) গরিবদের জন্য সামাজিকভাবে যে আবাসন কর্মসূচি ভেনেজুয়েলায় চলছে, তা ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দিয়ে একটি আইন প্রণয়নের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেছে দেশটির জাতীয় পরিষদ। সামাজিক আবাসন কর্মসূচির আওতায় গরিবদের জন্য বাড়ি তৈরি করা হয়। পরিকল্পিত আইনটি গরিবদের জন্য নির্মাণ করা বাড়িকে আবাসন ফাটকাবাজারে আনবে।

(৭) দেশটির সব চেয়ে বড় বণিক সমিতি হচ্ছে ফেডেক্যামেরাস। এটি ডানপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত সংগঠন। ফেডেক্যামেরাস পরিকল্পনা নিয়েছে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধি-বিধান বাতিল করার জন্য দাবী জানাবে আইন সভার কাছে। একই সাথে, শ্যাভেজের সময় প্রণীত অর্গানিক ওয়ার্ক এন্ড ওয়ার্কার ল নামে আইনটি সংশোধন, আউট সোর্সিং বা কাজ অন্য দেশে করিয়ে নেয়া, মালিকের মর্জিমাফিক মজুর ছাঁটাই সংক্রান্ত আইনগুলো বাতিলের দাবী করবে ব্যবসায়ীদের এ সংগঠন।

কৃষি-ব্যবসায়ীদের পক্ষে লবি বা তদবিরকারী সংগঠন হচ্ছে ফেডেএগ্রো। এ লবি সংগঠনটিও কয়েকটি আইন বাতিলের দাবী জানিয়েছে। এ সব আইনের মধ্যে রয়েছে ভূমি আইন, খাদ্য সার্বভৌমত্ব আইন, বীজ প্যাটেন্ট-বিরোধী আইন। এ সব আইন জমিতে জনগণের অধিকার, জাতীয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব, বীজের ওপর অধিকার, ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করছে।

বিশ্বের সর্বাধিক পেট্রোলিয়াম, দ্বিতীয়-বৃহত্তম সোনা এবং হীরা, লোহা ও এলুমিনিয়ামের মজুদ সমৃদ্ধ এ দেশটিতে দক্ষিণপন্থীরা অন্যান্য পদক্ষেপও নিচ্ছে। ডানপন্থীরা এ বছরের মধ্যে মাদুরোকে উৎখাত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। মাদুরোকে উৎখাতে ডানপন্থী জোট এমইউডি গত ৮ই মার্চ চারটি অংশে বিভক্ত একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এ চারটি অংশ হচ্ছে: প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদ ছ বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করা, প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা ত্যাগ করাতে গণভোটের আয়োজন করা, রাজপথে বিক্ষোভ এবং সংবিধান পুনঃপ্রণয়ণের প্রক্রিয়া শুরু করা। বার্তা সংস্থা রয়টার গত ১২ই মার্চ এক রিপোর্টে জানায়: মাদুরোকে উৎখাতে বিরোধী জোট ১২ই মার্চ নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করেছে। তবে, এ বিক্ষোভে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল খুবই অল্প। সে খবরও দেয় রয়টার। এসব সংবাদের ভিত্তিতে মৃধতের একটি সংবাদের শিরোনামে বলা হয়: ভেনেজুয়েলায় অভ্যুত্থান আসন্ন, সে দেশের সামরিক বাহিনী মাদুরোকে ছুঁড়ে ফেলবে।

বলা যায়, ভেনেজুয়েলায় প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণ শুরু হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দুটি দিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। এর একটি হচ্ছে রাজনৈতিক দিক, অন্যটি অর্থনৈতিক। বিশাল সম্পদের মালিক ডানপন্থীরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের বিভিন্ন অর্জন। ভেনেজুয়েলার জনগণ এ যাবৎ যে সব অর্জন করেছেন, সেগুলো কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ক্রমবর্ধমানভাবে করার অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ/আক্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, এ ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি চলে দীর্ঘ সময় ধরে, বহু আগে থেকে। তবে, এর উল্টো উদাহরণও এ গোলার্ধে রয়েছে।

সম্পত্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশটির অর্থনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে যে অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে, তাতে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মৌলিক ভোগ্যপণ্যের টানাটানি শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি তেল থেকে আয় কমেছে ৯৭ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি গত বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৪০ শতাংশ (র‍্যাচেল বুথরয়েড রোয়াস, "ভেনেজুয়েলাজ মাদুরো এনাউনসেস স্ট্রিং অব এমার্জেন্সি ইকোনমিক মেজার্স, "১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজি ফাটকাবাজি জোরেসোরে করছে। ফলে নিত্যদিনের দরকারি নানা সামগ্রী সাধারণ মানুষ নাগালের মধ্যে পাচ্ছেন না। অর্থনৈতিক নীতিতেও সমস্যা ছিল। এর সাথে রয়েছে দুর্নীতি ও অদক্ষতা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাদ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ৫৫ জন কর্তাকে গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ: রাষ্ট্রের ভর্তুকি দেয়া সামগ্রী মজুদ এবং তা কালোবাজারে বিক্রি। সম্প্রতি রাজধানী কারাকাসে একটি সুপার মার্কেট থেকে বিপুল পরিমাণ ময়দা, চিনি, পাস্তা ও মার্জারিন উদ্ধার করা হয়। এসব সেখানে মজুদ করে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় খাদ্য সংস্থার তিন জন উর্ধ্বতন কর্তাকে গত ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ: লাখ লাখ বলিভার তছরুপ। এরা গরিব পরিবারদের জন্য ভর্তুকি দেয়া নির্দিষ্ট খাদ্য সামগ্রী বেআইনিভাবে বিক্রি করছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের রেস্তোরাঁ, বেকারী ও সুপার মার্কেটগুলোতে। এদের অফিসে ও বাসায় লাখ লাখ বলিভার পাওয়া যায়। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকালে ৪০ জন সরকারি কর্তাকে সম্প্রতি আটক করা হয়। আরো ১২ জন কর্তা রয়েছে পলাতক। সরকারি কর্তাদের একাংশ খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ পাচার ও কালোবাজারে বিক্রির কাজে লিপ্ত। গত অক্টোবর মাসে সশস্ত্র বাহিনীর কয়েক কর্তাকে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্তাকে আটক করা হয়। এরা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গুদাম থেকে এগুলো সরিয়ে দিচ্ছিলো কালোবাজারে। উল্লেখিত ঘটনাবলী হচ্ছে দুর্নীতির অল্প একটু তথ্য।

> অগ্নিসংযোগ, জনসম্পত্তি ধ্বংস, ইত্যাদি দুষ্কর্মের সাথে জড়িত অপরাধীরা মাদুরো সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নানা সড়কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। সেটা ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। এ সব অপরাধমূলক কাজে সে সময় ৪৩ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে।

সব চেয়ে বড় যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে ভেনেজুয়েলায়, তা হচ্ছে; বলিভারীয় বিপ্লবী চেতনার সাথে সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়া, জনগণের সাথে সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়া, অর্থাৎ আদর্শিক ক্ষেত্রে চিড় ধরা।

প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন ভেনেজুয়েলার জনগণের অর্জনগুলোকে বিলীন করে দিতে চেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করছে দেশটিতে জনগণ নিজেদের যতটুকু জায়গা করেছেন, সেটি দখল করে নিতে, জনগণের স্বার্থ-অনুকূল বিপ্লবী ধারার আইনগুলো খারিজ করে দিতে। এ সব আইনের মধ্যে রয়েছে অর্গানিক ল অব কমিউন্স। প্রতিক্রিয়াশীলরা চেষ্টা করছে আলবা-টিপি এবং পেট্রোক্যারিবেসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি বাতিল করে দিতে, সুপ্রীম কোর্ট ঢেলে সাজাতে এবং মাদুরোর বিচার করতে (লুকাস কোয়েরনার, "ফেসিং অপোজিশন অনস্লট, শ্যাভিজমো মাস্ট রিটার্ন টু রুটস", ৯ই ডিসেম্বর ২০১৫)।

ভেনেজুয়েলার আইন সভার নির্বাচনের ফলাফলগুলোকে কোনো কোনো বিশ্লেষক "শ্যাভেজ ধারার ঐতিহাসিক পরাজয়" হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। এ নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই যে, এ নির্বাচনী ফলাফল শ্যাভেজ ধারার জন্য বিপর্যয় এবং এই বিব্রতকর ব্যর্থতা হচ্ছে কাজের ধারার যে গুণগত মান, তারই স্বাভাবিক পরিণতি। এ গুণগত মান হচ্ছে: অদক্ষতা, সিদ্ধান্তহীনতা, দুর্নীতি এবং জনগণের কাছে পৌছাতে, জনগণকে সমবেত করতে ও জনগণকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থতা। [এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। তা হচ্ছে: কেন এ ব্যর্থতা? বা এ ব্যর্থতার শেকড় কোথায়?] গুণগত মানের এ পর্যায় বা ব্যর্থতার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। গুণগত মান এ পর্যায়ে রয়েছে, অথচ জনগণ নির্বাচনে অনুকূল বা ভিন্নভাবে সাড়া দিয়েছেন, এমন হলে

সেটাই হতো অস্বাভাবিক। বরং, জনগণ একটি দন্ড দিয়েছেন, সেটাই স্বাভাবিক।

তবে সব হাতছাড়া হয় নি। মিত্ররা এবং সামাজিক শক্তিসমূহ সমবেত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মাদুরো সম্প্রতি কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে নূন্যতম মজুরী বৃদ্ধি, মুদ্রার বিনিময় হারে বিরাজমান পদ্ধতি পরিবর্তন, দেশের ভেতরে তেলের দাম বাড়ানো, কর প্রদানের একটি নতুন পদ্ধতির বাস্তবায়ন, খাদ্য বন্টন ব্যবস্থার ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। সেই সাথে "মিশন" নামে অভিহিত জনসেবার বিভিন্ন কার্যক্রমে বিনিয়োগ অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। মাদুরো এসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘোষণার আগে সুপ্রীম কোর্ট অব জাস্টিস নামে সর্বোচ্চ আদালতের একটি বিভাগ প্রেসিডেন্ট মাদুরোর অর্থনৈতিক জরুরী ক্ষমতা সংক্রান্ত ডিক্রি অনুমোদন করে। ডানপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত আইন সভা প্রেসিডেন্টের এ ক্ষমতা আটকানোর চেষ্টা করেছিল। সুপ্রীম কোর্ট অব জাস্টিসের এই রুলিং মাদুরোকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে অনুমতি দেয়। মাদুরো এখন পরিকল্পনা নিয়েছেন মন্ত্রণালয়গুলোকে জনগণের ক্ষমতার "প্রকৃত" প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে এবং স্থানীয় বসত বা মহল্লা/পাড়াগুলোকে সমাজ পরিষদে রূপ দেয়া হবে। এ সমাজ পরিষদগুলোর কাছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সুপার মার্কেটগুলোর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হবে। মাদুরো জাতীয় উৎপাদিকা সংস্থা গঠনের যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি নিয়েছেন, সেটাও তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠান হবে সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থার অংশ। রাষ্ট্রীয়, বসত/পাড়া ও মিশ্র ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এই নতুন উদ্যোগ এক হাজারের বেশি জন-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে "পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা ও যথাসম্ভব দক্ষতার একক লক্ষ্যে" ঐক্যবদ্ধ করবে। দুর্নীতি-বিরোধী কাজও চলবে। কিছুদিন আগে রাজধানী কারাকাসে এবং ১৩টি অঙ্গরাজ্যে ৫০টির বেশি সুপার মার্কেটে চালানো হয় ফাটকাবাজি-বিরোধী অভিযান।

এ সব উদ্যোগের পাশাপাশি জনগণও নানা ধরনে নিয়েছেন নানা উদ্যোগ। এখন শ্যাভেজ-ধারা কর্মস্থলে, বসতে, জনপথে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। দেশের জনগণ তাদের অধিকার বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। নিচে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল:

(১) ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ র‍্যাচেল বুথরয়েড রোয়াস "কালেকটিভস হাইজাক পোলার কম্পানি ট্রাকস ইন কারাকাস, প্রোটেস্ট হোর্ডিং" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে জানান: কারাকাসের পশ্চিম অংশে প্রতিবাদরত শ্রমজীবি মানুষেরা পোলার কম্পানির কয়েকটি ট্রাকের গতিরোধ করেন। এ কম্পানিই ভেনেজুয়েলায় সব চেয়ে প্রধান খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়কারী ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এদের রয়েছে দেশজুড়ে দোকান। এ কম্পানি বীয়ার থেকে শুরু করে ময়দা পর্যন্ত নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করে। ট্রাকগুলোর গতিরোধকারী শ্রমজীবি জনতা দাবী করতে থাকেন পোলারকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী মজুদ করা বন্ধ করতে হবে। একজন প্রতিবাদকারী বলেন: কাতিয়া এলাকায় আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, প্রতিবাদ জানাতে আমরা রাস্তায় নেমে আসবো। এর একটি কারণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে পোলারের ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। কাতিয়ার একজন বাসিন্দা বলেন: কাতিয়া এলাকায় প্রত্যেক দিন একশটির বেশি ট্রাক ঢোকে বীয়ার ও অন্যান্য পানীয় নিয়ে। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কোনো ট্রাক এই এলাকায় আসে না। এ কারণেই আমরা পোলারের ওপর এবং দেশকে স্থিতিশীল করার কাজে ও চোরাচালানিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে রাস্তায় নামার সিদ্ধান্ত নিই। এই বাসিন্দা খাদ্য সরাসরি বন্টনের জন্য বসতের হাতে খাদ্য ছেড়ে দেয়ার দাবী জানান। এই এলাকারই আরেকজন বাসিন্দা বলেন: আমরা জানি যে, ওদের গুদামগুলো খাদ্যসামগ্রীতে ঠাসা। কিন্তু, এখানে বসতিতে এসে ওরা বিক্রি করছে বীয়ার। উল্লেখ করা দরকার যে, পোলার কম্পানির মালিক লরেনজো মেনডোজা হচ্ছে কোটি-কোটিপতি ব্যবসায়ী। সে সব সময়ই নানা কেলেংকারিতে ডুবে থাকে। তার বিরুদ্ধে খাদ্য মজুদ, সামগ্রী আমদানির জন্য রাষ্ট্রের ভতুর্কি দেয়া ডলার হাতিয়ে নেয়া, এমনকি নির্বাচিত জাতীয় সরকারকে উৎখাতে ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ রয়েছে।

> এ নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই যে, এ নির্বাচনী ফলাফল শ্যাভেজ ধারার জন্য বিপর্যয় এবং এই বিব্রতকর ব্যর্থতা হচ্ছে কাজের ধারার যে গুণগত মান, তারই স্বাভাবিক পরিণতি। এ গুণগত মান হচ্ছে: অদক্ষতা, সিদ্ধান্তহীনতা, দুর্নীতি এবং জনগণের কাছে পৌছাতে, জনগণকে সমবেত করতে ও জনগণকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থতা।

(২) ভেনেজুয়েলায় পাইওনিয়ার্স মুভমেন্ট-এর একটি স্লোগান হচ্ছে "বিল্ডিং হোম ইজ বিল্ডিং পলিটিক্স", "বাড়ি তৈরি রাজনীতি গড়ে তোলারই মতো"। পাইওনিয়ার্স মুভমেন্ট হচ্ছে সে দেশে বাড়ি নির্মাণের কাজে নিয়োজিত আমূল পরিবর্তনকামী একটি সমবায়। দেশের সাধারণ মানুষের আবাসন সংকট সমাধানে এ সমবায় সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কেবল রাজধানীতেই প্রায় ৪০টি অব্যবহৃত জায়গা এরা দখলে নিয়েছে।[১০] একেকটি বসতের লোকজনকে সাথে নিয়ে এ সব অব্যবহৃত জায়গায় বাড়ি নির্মাণের জন্য এরা এমন দখল নেয়। সারা দেশে এ আন্দোলন এমন জায়গা দখলে নিয়েছে অনেক। এ আন্দোলনে অংশ নেয়া শত শত পরিবার যৌথভাবে ভবন নির্মাণ করে। এ ভবনগুলোতে থাকে অনেক ফ্ল্যাট। এ সবের মালিক হয় এ পরিবারগুলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা বড় জমি মালিকদের খালি পড়ে থাকা জমি মাসের পর মাস নিজেদের দখলে রাখে। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং আন্দোলনকে জমি এবং ভবন নির্মাণের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করে। এ সমবায় আন্দোলন হচ্ছে আরো বড় একটি আন্দোলনের অংশ। এই বৃহত্তর আন্দোলনের নাম সেটলার্স মুভমেন্ট। এ আন্দোলন মনে করে সমাজের বা বসতের সবাই মিলে যৌথভাবে ভবন নির্মাণ করা জনগণের ক্ষমতার একটি স্তম্ভ, সমন্বিত বসত গড়ে তোলার একটি অংশ।

পাইওনিয়ার্স মুভমেন্ট গত জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগে রাজধানীতে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের একটি র‍্যালি আয়োজন করে। সামাজিক গৃহসংস্থান ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের হাতে তুলে দেয়ার জন্য ডানপন্থী দখলাধীন আইন সভার পরিকল্পনার প্রতিবাদ জানাতে এ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশ/ মিছিলে প্ল্যাকার্ডে লেখা স্লোগানগুলোর মধ্যে ছিল: "জমি অধিকার, পণ্য নয়", "গণ আন্দোলন গড়ে তোলো সংগঠিত কর", "পাইওনিয়ার্স ক্যাম্প বেসরকারীকরণের বিপক্ষে, সমবায়ের পক্ষে, স্ব-ব্যবস্থাপনাধীন সম্পত্তির পক্ষে", "জনগণ বিদ্রোহে জেগে উঠছেন, চাই আরো স্ব-ব্যবস্থাপনা"। এ সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, জন-আবাসনের যে অধিকার কঠোর সংগ্রাম করে অর্জিত হয়েছে, তাকে নির্মূল করার প্রত্যক্ষ চেষ্টা হচ্ছে প্রস্তাবিত আইন। এ আইনের মতলব হচ্ছে জমি ফাটকাবাজদের ও ব্যাংক মালিকদের সাহায্য করা। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন প্রস্তাবিত আইন প্রতিরোধে রাস্তায় নেমে আসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন বসতের জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে ভেনেজুয়েলার বলিভারীয় সরকার একেবারে গরিব পরিবারগুলোর জন্য ইতিমধ্যেই ১০ লাখের বেশি বাড়ি তৈরি করেছে। এখন ডানপন্থীরা

ফন্দি আঁটছে ল ফর দি এওয়ার্ড অব প্রোপার্টি ডিডস টু দি বেনিফিশিয়ারিজ অব দি ভেনেজুয়েলান গ্রেট হাউজিং মিশন নামে একটি আইন বানিয়ে ওই সব বাড়ি ব্যক্তি খাতের হাতে তুলে দেয়ার। এ সব হচ্ছে দেশটির ভেতরে বয়ে চলা বহু স্রোতের কয়েকটি মাত্র। আর মূল ধারার অনেক পন্ডিতেরই এ সব স্রোত বা ঘটনা প্রবাহ চোখে ধরা পড়ে না। এবং এমন অন্ধত্ব এই পন্ডিতদের আনন্দ দেয়।

ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক জীবনে দেখা দিয়েছে এক নতুন সন্ধিক্ষণ। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন রাজনৈতিক সংগ্রামের; দরকার হয়ে পড়েছে এ যাবৎ গড়ে তোলা সংগঠনগুলোকে আবার তেজী করে তোলার। এগুলোর শেকড় আরো গভীরে ছড়িয়ে দেয়ার, এগুলোর পরিধি আরো বিস্তৃত করার। এখন, আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক সংগ্রামের, জনগণের এ যাবৎ অর্জিত অগ্রগতিগুলো নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সংগ্রামের এক নতুন পর্ব শুরু করার।

ডানপন্থীরা জনগণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে। "২০১৩ সালে ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হেনরিক কাপরিলেস নিজেকে প্রয়াত শ্যাভেজের যথাযথ উত্তরাধিকারী হিসেবে ভোটের বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন। "(লুকাস কোয়েরনার, "ফেসিং অপোজিশন অনস্লট, শ্যাভিজমো মাস্ট রিটার্ন টু রুটস", ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৫) হ্যাঁ, পাঠক, আপনি হাসবেন না; এই পাকা মিথ্যাবাদীরা এই কৌশলেই প্রচার চালিয়েছিল।[১১]

তবে শব্দ আর ছলনার কৌশল নিয়ে ডানপন্থীদের খেলার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে যে মুহূর্তে তারা নিজেদের নব-উদারবাদী কর্মসূচি পুরোপুরি মেলে ধরবে। জনগণের সাথে দ্বন্দ্বও তখন তীব্র হয়ে উঠবে। কারণ নানা জনমত জরিপে দেখা যায়, ভেনেজুয়েলার বিপুল সংখ্যক মানুষ বলিভারীয় বিপ্লবের আমূল পরিবর্তনকামী সমাজ-গণতন্ত্রী উদ্যোগগুলো সমর্থন করেন। একইভাবে, জনসংখ্যার দু-তৃতীয়াংশের বেশি অংশ তেল কম্পানি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কম্পানি ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতে ছেড়ে দেয়ার মতো নানা নয়া-উদারবাদী নীতির বিপক্ষে।"(পূর্বোক্ত)

বিভিন্ন বসতের জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে ভেনেজুয়েলার বলিভারীয় সরকার একেবারে গরিব পরিবারগুলোর জন্য ইতিমধ্যেই ১০ লাখের বেশি বাড়ি তৈরি করেছে। এখন ডানপন্থীরা ফন্দি আঁটছে ল ফর দি এওয়ার্ড অব প্রোপার্টি ডিডস টু দি বেনিফিশিয়ারিজ অব দি ভেনেজুয়েলান গ্রেট হাউজিং মিশন নামে একটি আইন বানিয়ে ওই সব বাড়ি ব্যক্তি খাতের হাতে তুলে দেয়ার।

ভেনেজুয়েলায় ব্যাপকতর-তীব্রতর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য নতুন সংগঠনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে সম্প্রতি গঠিত ন্যাশনাল কমিউনাল পার্লামেন্ট (এনসিপি) বা জাতীয় সমাজ পার্লামেন্টের কথা উল্লেখ করা যায়।[১২] ক্ষমতার অঞ্চলগুলোর মধ্যে নতুন রাজনৈতিক লড়াইয়ের সম্ভাবনা ধারণ করে এনসিপি। ডানপন্থীদের দখলাধীন আইন সভা জনগণের ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনগুলো উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদের হাত থেকে এ সব আইন রক্ষায় রাজনৈতিক লড়াই চালানোরও সম্ভাবনা রয়েছে নবগঠিত পরিষদের। আইন সভা যখন ডানপন্থীরা দখল করে নিয়েছে, সে সময় জনগণ মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে এনসিপিতে ভূমিকা পালন করতে পারেন। জনগণের ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে ল অব দি কমিউনাল কাউন্সিল বা সমাজ পরিষদ আইন, ল অব পপুলর পাওয়ার বা গণ-ক্ষমতা আইন, ল অব দি কমিউন্স বা কমিউন আইন। এ আইনগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশ নেয়ার সুযোগকে প্রসারিত করে। তাই এ আইনগুলো রক্ষা করা দরকার। এ রক্ষা করার কাজটি একটি রাজনৈতিক লড়াই। আর, এ রাজনৈতিক লড়াই সফলভাবে ও সক্রিয়ভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হলে ভেনেজুয়েলায় টাকাঅলাদের সাথে জনগণের দ্বন্দ্ব তীব্র হবে, জনগণকে লুট করে নেয়ার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের ফন্দি উন্মোচিত হবে, সম্পদশালীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। যেহেতু আইন সভা রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে জনগণের জায়গাটুকু কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, তাই তৃণমূল পর্যায় থেকে স্রোতের মত চাপ তৈরি করে সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে এনসিপিকে রক্ষা করা যায়। এনসিপিতে সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলো বিতর্ক শুরু করতে পারে। বলিভারীয় বিপ্লবের অগ্রগতিগুলোর একটি হচ্ছে এ সব সংগঠন। এ সব বিতর্কের বিষয় হতে পারে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও এর অঙ্গসমূহ, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বনাম সম্পদশালীদের অধিকার, জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুরনো প্রক্রিয়া, জনগণের সম্পত্তি বনাম বুর্জোয়া সম্পত্তি।[১৩] একই সঙ্গে এনসিপি পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রটির নানা অংশের ওপর দাবী জানিয়ে চাপ তৈরি করতে পারে। এ সব দাবী হতে পারে জনগণের ক্ষমতা অর্জন ও স্বার্থসমূহ সুরক্ষা, সম্পদ বন্টন, পশ্চাদমুখী যাত্রার পরিকল্পনাকারীদের অধিকার খর্ব করা। এ পরিষদ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিষয়টি উত্থাপন করতে পারে এবং দাবী জানাতে পারে যে, আইন সভাকে এ হস্তক্ষেপের নিন্দা জানাতে হবে। [বুর্জোয়ারা নিজেদের একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে ধরনের নানা পন্থা ও কৌশল নেয়, তার একটি শিক্ষা উপাদান হতে পারে কয়েকটি অগ্রসর, বুর্জোয়া দেশের পার্লামেন্টের ইতিহাস। এদের পন্থা ও কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে কেবলই শক্তি ব্যবহার, নিজস্ব রাজনৈতিক ইচ্ছা নির্বিচারে চাপিয়ে দেয়া। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় বুর্জোয়ারা এটা করে। এদের নিজ ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়া এত প্রবল-প্রচন্ডভাবে, বর্বরভাবে ও খোলাখুলিভাবে ঘটছে যে, আজকাল এরা গণতন্ত্রের শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার সময় সেসব উদাহরণ না তোলার চেষ্টা করে।]

ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলে ডানপন্থী আক্রমণ শুরুর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন কাঁচামালের বিশ্ব বাজার জনগণমুখী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের বিপক্ষে। সাম্রাজ্যবাদের উঠোন-হিসেবে অভিহিত ল্যাটিন আমেরিকায় হারিয়ে ফেলা অবস্থান পুনরুদ্ধারে মরিয়া সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই অঞ্চলে জনগণের অনুকূল আন্দোলন ও সংঠনগুলো ভেতর ও বাইরে থেকে নানা সমস্যার সম্মুখীন। শ্রেণী জোট, নানা শ্রেণীর অবস্থান, জনমুখী রাজনীতি ও সংগঠন, আপোষ, নিজ পক্ষে টেনে নেয়া এবং এ সবের মাত্রা নিয়ে বিতর্ক ও সমস্যা রয়েছে। সন্দেহ নেই যে নেতিবাচক চিহ্ন অনেক।

তবে এই অঞ্চলের জনগণ রয়েছেন; নব-উদারবাদী অর্থনীতি, লুট, খুন করার দল, সামরিক একনায়কত্ব, সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে এ অঞ্চলের জনগণের অভিজ্ঞতা। জনগণ যে লড়াই সংগঠিত করেছিলেন ও করছেন, সে সব বিষয় নিয়েও রয়েছে জনগণের অভিজ্ঞতা। সাম্রাজ্যবাদ আজ যে অবস্থার মুখোমুখি সে অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদেরও দুর্বল জায়গা আছে। সাম্রাজ্যবাদ কখনো কখনো নিজ সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে যাচ্ছে, যা করতে চাচ্ছে, সব সময় তা পারছে না।

রাশিয়ায় মজুর-কৃষক-সৈনিকেরা ১৯১৭ সালে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা ছিল আজকের ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হওয়া সময় ও পরিস্থিতির চেয়ে অনেক অনেক কঠোর। এ কথা ঠিক যে, বহু দিক থেকে ভেনেজুয়েলা রাশিয়ার চেয়ে আলাদা ধরনের। রাশিয়ায় ক্ষমতা গ্রহণের সময় প্রলেতারিয়েতরা যে বাস্তবতার মুখোমুখি হন, তা ছিল: একটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব যুদ্ধ, শত্রু বাহিনীর এগিয়ে আসা, অন্তর্ঘাত, গুপ্ত

হত্যা, দুর্ভিক্ষ, টাইফাস, শীত মৌসুমে খাদ্যশস্য-আলু-কয়লার অভাব, বিপর্যস্ত রেল যোগাযোগ, খাদ্য শস্যের মজুদদারী, যুদ্ধে ক্লান্ত সৈনিকেরা ও জারের বিশ্বাসঘাতক জেনারেলরা, অস্ত্র-গোলাবারুদের অভাব, হাসপাতাল ও শিশু শিক্ষানিবাসগুলো গরম রাখার মতো ব্যবস্থা-না-থাকা, তালাবদ্ধ ব্যাংকের কোষাগারগুলো, সাম্রাজ্যবাদী অবরোধ এবং জারতন্ত্রী-বুর্জোয়া পঙ্গপালের থেকে দেয়া এমন সব "উপহার"। সে সময় সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন: "রাশিয়াকে হুমকি দিচ্ছে এমন এক বিপর্যয়, যা এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। রেল ব্যবস্থা এতটা বিপর্যস্ত যে, বিশ্বাস হয় না। এই বিশৃংখলা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে। রেল চলাচল থেমে যাবে। কারখানাগুলোতে কাঁচামাল ও কয়লা সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। খাদ্য শস্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। পুঁজিপতিরা ইচ্ছেকৃতভাবে, বিরামহীনভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাত (ক্ষতিসাধন, উৎপাদন থামিয়ে দেয়া, বিঘ্ন ঘটানো, বাধা দেয়া) চালাচ্ছে। তারা আশা করে আছে যে, অতুলনীয় বিপর্যয় বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের অসীম ক্ষমতা ফিরিয়ে আনবে" ("দি ইমপেনডিং ক্যাটাসট্রফি এন্ড হাউ টু কম্ব্যাট ইট", ১০-১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭)।

লেনিনের পাঠানো এবং লেনিনের কাছে পাঠানো বিভিন্ন টেলিগ্রামেও সে পরিস্থিতির কথা আছে। নিচে একটি মাত্র উদ্ধৃত হল:

"কয়লা রক্ষা করুন, লবন রক্ষা করুন"(লেনিনের পাঠানো, স্ট্যালিনের কাছে ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২০)।

এমনই পরিস্থিতিতে সংগঠন গড়ে তোলার কথা বারবার বলা হয়েছে। নিচে এমনই একটি উদাহরণ উল্লেখিত হল:

"আমাদের যা দরকার তা হচ্ছে বাছাই করা, রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর হাজার হাজার মজুর, যাদের আনুগত্য থাকবে সমাজতন্ত্রের প্রতি, ঘুষ আর চুরির লোভের কাছে যারা কুপোকাৎ হন না, ধনী কৃষক-মুনাফাবাজ-মুনাফাখোরদের চক্র- ঘুষখোর আর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যারা লৌহ শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম।

"মজুরদের শক্তি ও মুক্তি নির্ভর করছে সংগঠনের ওপর। এ কথা সবাই জানেন। আজ আমাদের দরকার মজুরদের বিশেষ ধরনের সংগঠন" (লেনিন, "ড্রাফট অব এ টেলিগ্রাম টু দি পেট্রোগ্রাড ওয়ার্কার্স", ২১শে মে, ১৯১৮)। এই বিশেষ ধরনের সংগঠন হচ্ছে তেমনই সংগঠন যা শ্রমজীবী জনগণের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে।

রাশিয়ার শ্রমজীবী জনগণ ১৯১৭ সালে ও তার আগে-পরে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেন, সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা ও ব্যর্থ করে দেন। সে সময় রাশিয়ায় রাজনৈতিক সংগ্রামও চলছিল অবিরাম। রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতও সেই রাজনৈতিক সংগ্রাম এগিয়ে নেয়। এ কারণেই লেনিন প্রাসঙ্গিক; এ কারণেই লেনিনের শিক্ষা প্রাসঙ্গিক। এই শিক্ষা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সংগঠনের ক্ষেত্রে; শৃংখলার ক্ষেত্রে; এই শিক্ষা রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে।

আজ ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে রয়েছে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সংহতি। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের ১২০টি দেশ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং অবরোধের ব্যবস্থা সংবলিত নির্বাহী আদেশ নতুন করে জারী করায় ওবামার সমালোচনা করেছে।

ভেনেজুয়েলায় জনগণ সমবেত হচ্ছেন। মাদুরোর প্রতি সমর্থন জানাতে এবং ভেনেজুয়েলায় হস্তক্ষেপমূলক নির্বাহী আদেশ প্রত্যাখান করে কারাকাসে এবং দেশের অন্যান্য শহর-নগরে হাজার হাজার মানুষ মিছিল শোভাযাত্রা করেছেন। জনগণের এ মিছিল শুরু হয় গত ১২ই মার্চ, তা চলবে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সকল কমিউনে, সকল বসতে।

ভেনেজুয়েলায় রাজনৈতিক সংগ্রাম কেবল ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে, তা নয়। এটা চলতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে, অব্যবস্থাপনা, বিশৃংখলা-দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে। সম্পদ ও ব্যবস্থাপনার ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণের পক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রাম চলতে হবে। এ হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগ্রাম। এ হচ্ছে উচ্চতর লক্ষ্য অভিমুখে আরো সম্মুখযাত্রাকে আরো সামনে এগিয়ে নিতে সবল প্রয়াস। মাদুরো সম্প্রতি বলেছেন: "ওরা আমার কাছ থেকে রেহাই পাবে না।" এটা তখনই সম্ভব যখন জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকে প্রাণবন্ত, যখন পুরোনো ব্যবস্থা ও আয়োজনকে ছাড়িয়ে যেতে জনগণ নিজেরাই উদ্যোগ নেন; যখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রজ্বলন্ত করে তোলে।

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ, ভেনেজুয়েলার জনগণ বিশ্বের মানুষের আশা জাগিয়ে রেখেছেন। তারা যে জায়গাটুকু তৈরি করেছেন, সে জায়গা এখনো তাদের হাতছাড়া হয় নি। গুণগত দিক থেকে নতুন এক রাজনৈতিক জমিনের জন্য নতুন রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হওয়ার এখনো সম্ভাবনা রয়েছে।

[মূল ইংরেজি লেখাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ পত্রিকায় দুই কিস্তিতে গত ১৭ ও ১৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়]

লেখক।

টীকা:

১. যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম এ দুটি শিরোনামে এ বছরের গোড়ার দিকে ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে নেতিবাচক ভঙ্গিতে এ প্ররোচনামূলক সংবাদ প্রচার করে।

২. আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশে এ ধরনটি চোখে পড়ে।

৩. আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশেও মূখত এর প্রচারণায় এমন দেখা যায়। এরা গণতন্ত্রের কথা বলে, অথচ ষড়যন্ত্রকারী, ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতির আশ্রয় নেয়।

৪. আমাদের দেশসহ নানা দেশেও এমন "সাহসী ও সৎ" বিশিষ্ট মাধ্যম ও লোকদের দেখা পাওয়া যায়।

৫. ভেনেজুয়েলায় নির্বাচনের গুণগত মান, নির্বাচন পদ্ধতি ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজন ও পরিচালনার বিষয়ে বেশ আগে কার্টার সেন্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। অথচ, এ তথ্যটি মূল ধারা বলে তা নাই-ই, ভুলেই যায়।

৬. প্রায় এমন নজীর অন্যান্য দেশে দেখা যায়।

৭. এ হুমকি প্রদানের কথা প্রকাশের পরে দেশটিতে জনমুখী রাজনীতির পক্ষের রাজনৈতিক নেতাদর গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যার অন্তত দুটি ঘটনা ঘটেছে।

৮. এমন আদেশ কি অন্য কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জারী করতে পারবে?

৯. এটিকে জনগণকে সমবেত করার একটি ধরন হিসেবে গণ্য করা যায়।

১০. ভেনেজুয়েলায় জমি ফাটকাবাজি ধনীদের অনেক দিনের পুরনো ব্যবসা। এরা জমি কিনে ফেলে রেখে দেয় দাম বৃদ্ধির অপেক্ষায়। দীর্ঘকাল এ সব জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ ফাটকাবাজি গ্রাম ও শহর অঞ্চলে দেখা যায়। অথচ, গরিব মানুষেরা পান না থাকার জায়গা, আবাদ হয় না ফসল, খাদ্যে থেকে যায় পরদেশ-নির্ভরতা। এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে (ঢাকায় শ্রাবণ প্রকাশনী এবং কলকাতায় চিরায়ত প্রকাশিত) ভেনেজুয়েলা: রূপান্তরের লড়াই বইতে।

১১. অন্যান্য দেশেও এ কৌশলই চলে: মহা-শোষক হয়ে যায় মহা সেবক, মহা-লুটপাটকারী হয়ে যায় মহা-দানবীর।

১২. এ ধরনের সংগঠন বা পরিষদের উদাহরণ বর্তমান পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। আইন সভা নির্বাচনের ফলাফলে ডানপন্থীরা জয় লাভ করার প্রায়-পরপরই এ পরিষদ গঠন করা হয়; আর ডানপন্থীরা এ পরিষদের প্রবল বিরোধিতা করতে থাকে। তারা বলতে থাকে যে, এ পরিষদকে আইন সভার পাল্টা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে।

১৩. অন্যান্য দেশেও এনজিও-কেন্দ্রিক ও এনজিও নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের বদলে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা/বিতর্ক হতে পারে।